তারা মানুষের চোখকে যাদুগ্রস্ত করে ফেলেছে!

ফেরাউনের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তাগুতের যাদুকররা মানুষের অন্তরকে সত্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া এবং তাদের চোখ থেকে সত্য লুকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে একই রকম দুষ্ট ভূমিকা পালন করে চলেছে। এসব তারা করে যায় তাগুতের অনুগত হয়ে ও তার স্বার্থ রক্ষা করতে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে তারা নববী মানহাজ ও তার ধারকবাহকদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক যুগে লড়াই করেছে। এতে তারা তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছে এবং তাদের সকল দলগুলোকে একত্রিত করেছে।

অতীতের ফেরাউন তার যাদুকরদের আদেশ দিয়েছিল যাতে তারা মূসা আলাইহিস-সালামের দাওয়াত থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে। সে দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ ﷻ বলেন: «অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, তারা মানুষের চোখকে যাদুগ্রস্ত করে ফেলল, তাদের আতঙ্কিত করে তুলল এবং তারা এক বিস্ময়কর যাদুর প্রদর্শনী করল» [সূরা আ'রাফ:১১৬]....মুফাসসিরগণ বলেন, ''অর্থাৎ তারা তাদের ছলনা ও ধোঁকার মাধ্যমে বাস্তবতা মানুষকে বুঝতে দেয় নি।'' তারা আরও বলেন, ''অর্থাৎ যাদুকরেরা মানুষকে এটা বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছিল যে, তারা যা করেছে এর বাস্তবতা আছে। অথচ এটি নিছক ছলনা এবং কল্পনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।'' এবং তারা আরও বলেন, ''যাদুকরেরা মানুষকে যাদুর বাস্তবতা বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছিল''

পূর্বের মতো বর্তমান মিডিয়া যাদুকররাও ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মানুষকে যাদুগ্রস্ত

করছে। কিন্তু তারা মানুষকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করার ক্ষেত্রে অতীতের যাদুকরদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে। এখন তারা শুধু মানুষের চোখকে যাদুগ্রস্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং মানুষের বিবেকবুদ্ধি ও হৃদয়কেও যাদুগ্রস্ত করেছে। এবং তারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাচ্য ও পশ্চিমা তাগুতদের অংকিত সংকীর্ণ ফ্রেমে -আবদ্ধ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। তারা আজ মানুষের অনুভূতি, মনোভাব, প্রবণতা এবং পছন্দ অপছন্দকেও নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে। এমনকি তারা ঠিক করে দিচ্ছে মানুষ কখন আনন্দিত হবে, কখন কাঁদবে, এবং কি নিয়ে রাগ করবে আর কি নিয়ে পেরেশান হবে! কখন খুশি থাকবে আর কখন নারাজ হবে! আর এই সবকিছু-ই হচ্ছে শরিয়তের মানদণ্ডের বাইরে।

কুরআনুল কারীম থেকে আমরা জানতে পারি মূলত কোন কারণে বর্তমান ও অতীতের যাদুকররা নবী রাসুলের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ফেরাউনের উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন: « আমি আশঙ্কা করছি, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলবে অথবা ভূপৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দিবে» { সূরা গাফির: ২৬ },...ইমাম তাবারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: «অর্থাৎ, তোমরা যে ধর্ম পালন কর, সে তা পরিবর্তন করে ফেলতে চায়, আর ফেরআউনের নিকট বিশৃঙ্খলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা», ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন: «ফেরাউন আশঙ্কা করছিল, মুসা আলাইহিস সালাম মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ফেলবে এবং সমাজের কালচার ও রীতিনীতি পরিবর্তন করে দিবে», এজন্য উপহাস করে বলা হয়: "আজকাল ফেরাউনও উপদেশদাতা বনে গেছে" অর্থাৎ নসিহত করছে এবং দয়াপরবশ হয়ে মুসা -আলাইহিসসালাম- থেকে তাদেরকে সতর্ক করছে» অনেকে এই আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: এটা একটা বিস্ময়কর বিষয় যে, সৃষ্টির অন্যতম নিকৃষ্ট ব্যক্তি সৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অনুসরণের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করে। এই ধরণের ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা কেবল তারাই গ্রহণ করতে পারে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন: «সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানাল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল৷ নিশ্চয় তারা ছিল এক পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়»

আরবের তাগুত শাসকদের দ্বারা পরিচালিত মিডিয়াতে আজ ঠিক এটিই ঘটছে। কেননা মিডিয়া প্লাটফর্মের প্রধান হর্তাকর্তা অনারব তাগুত ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকেই তারা মিডিয়া জগতের নীতিনির্ধারক হিসেবে মান্য করে। এভাবেই তারা মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে ইসলাম বিরোধী যুদ্ধে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে। "মানবতার" ছদ্মাবরণে কিংবা মানুষের দুর্দশায় তাদের উদ্বিগ্নতা ও করুনা প্রকাশচ্ছলে তারা এ কাজগুলো করে থাকে, ঠিক যেমন উদ্বিগ্নতা ও করুনা প্রকাশ করেছিলো ফেরাউন।

আজকের মিডিয়া যাদুকররা বিশ্বকে তাদের তৈরি করা ছাঁচে ঢালিয়ে সাজাতে সক্ষম হয়েছে। যেখানে

মানুষ রোবটের মতো আচরণ করছে। সুনির্দিষ্ট কিছু গৎবাঁধা ও বস্তাপঁচা আলাপচারিতা ছাড়া তারা আর কিছুই করতে জানে না। যেখানে তারা মিডিয়ার কমান্ড পেলেই কেবল জেগে উঠে, বাকি সময় ভোঁতা অনুভূতি নিয়ে চালিকাশক্তি হীনভাবে জীবনযাপন করে মিডিয়া নির্মিত একটি গোলোকধাঁধাঁর ভিতর।

নিষ্ঠুরতা এবং স্থবিরতার এই যুগে বহু লোক নানা প্রতিমা এবং মূর্তিকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করেছে এবং প্রতিনিয়ত তারা এসব প্রতিমার নৈকট্য অর্জন করছে ভালোবাসা ও মুগ্ধতা দিয়ে। তাগুতের যাদুককররা নিজেদের প্রয়োজনে ডানে-বামে যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই এদেরকে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে। এর বাস্তব দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই সাম্প্রতিক কালে যখন একটি শিশু কূপে পতিত হয় তখন মানুষের প্রতিক্রিয়ার ঝড় উঠে। অন্যদিকে মার্কিন বিমান হামলায় হাজার হাজার শিশু নিহত হলেও তাদের নুন্যতম অনুভূতি বা চেতনা জাগে না। আসল কথা হলো আন্তর্জাতিক মিডিয়ার দৃষ্টি ঐ কূপের ভিতর নিবদ্ধ করে তথাকথিত "মানবতার ফেরিওয়ালা" আমেরিকা তার গণহত্যাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলো। কেননা তাগুত বাইডেনের পিচ্ছিল রাজনৈতিক ক্যারিয়ারকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজন ছিলো গণহত্যার দোষ ঢাকা দিয়ে একটি নির্ভুল সফলতার প্রদর্শনী করা। কাজেই, ভেড়ার পাল মার্কিন স্বার্থ উদ্ধারের পিছনে হুমড়ি খেয়ে পড়লেও তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

লক্ষ লক্ষ মানুষ কূপের শিশুটিকে দেখে কত মায়াকান্না করলো, অথচ ইরাক ও শামসহ আরো বহু জায়গায় হাজার হাজার শিশুকে নিষ্ঠুর বন্দীশিবিরে আটকে রাখা হয়েছে, যারা প্রতিদিন ঠান্ডা, ক্ষুধা এবং ক্লান্তির ফলে তিলে তিলে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। এগুলো কি তাদের চোখে পড়ে না?! তবে কি তাদের হৃদয় তখন পাথর বা তার চেয়ে বেশি কঠিন হয়ে যায়?! নাকি লক্ষ লক্ষ মানুষ লাঞ্ছনার কূপে পতিত হয়েছে আর কেবল ঐ শিশুটি-ই বাহির হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে?!

সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হলো ঘটনাটিকে "জাতীয় ঐক্যের" দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড় করিয়েছে এক দল গর্দভশাবক। আমরা জানি না এটা কোন ঐক্য এবং কোন জাতি যেটাকে প্রমোট করে "হোয়াইট হাউসের মিডিয়া বিশেষজ্ঞরা"! গুয়াইরান কারাগারে তাওহীদবাদী উম্মাহর সিংহ-সেনাদের বীরত্বগাঁথা থেকে উম্মাহর দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতেই তাদের এই আয়োজন।

মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং ওয়েবসাইটগুলিতে একটু ঘুরাঘুরি করলেই বুঝতে পারবেন কত গভীরে চলে গেছে ইহুদি-খ্রিস্টানদের পদচারণা। নিরাপত্তা সেক্টর নিয়ে আমরা কথা বলছি না, এটা তো বহু আগেই তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। আমরা বলছি আক্বিদাহ ও চারিত্রিক বিষয় নিয়ে। কারো আক্বিদাহ ও চরিত্র নষ্ট করে দেওয়ার পর আর কী বাকি থাকে?! আল্লাহ ﷻ বলেন: «যারা ইমান এনেছে এবং নিজেদের

ইমানকে শিরক দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত» [সূরা আনআম: ৮২], কাজেই, যার তাওহীদ-ই ঠিক নাই, তার তো কেবল নিরাপত্তা নয় বরং কোনোকিছুই ঠিক নাই।

ইহুদী-নাসারাদের ডিজিটাল বাহিনীগুলো আজ যুদ্ধক্ষেত্রসমূহে অগ্রসর হতে শুরু করেছে। তারা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানুষকে ইমান থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য মানব ও জ্বিন শয়তানদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এজন্য তারা মিডিয়া এক্সপার্ট ও উপদেষ্টাদের নির্দেশনা অনুযায়ী নিউজরুমে একের পর এক ইস্যু তৈরী করে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে প্রচার করতে থাকে, যেন মানুষের দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তি নানা ইস্যুর বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এজন্য ক্রুসেডার দেশগুলিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মিডিয়া এক্সপার্ট ও মিডিয়া উপদেষ্টাদের গুরুত্ব সামরিক বিশেষজ্ঞ এবং সামরিক উপদেষ্টাদের চেয়েও বেশি।

এসব কিছু থেকে সহজেই অনুমেয়,নব্য ফেরাউনদের এই যাদুকর বাহিনীগুলোকে মোকাবেলা করে ইসলাম ও আক্বিদাহ রক্ষার প্রয়োজনে এবং তাদের উপুর্যুপরি চক্রান্ত ও যাদুর ফাঁদ থেকে এই উম্মতকে বাঁচাতে হলে মিডিয়া সেক্টরের অশ্বারোহী দূত ও নবী-রাসুলের অনুসারীদের আরো কত বেশি চেষ্টা সাধনা প্রয়োজন।

মিডিয়া মুজাহিদ সৈনিকদের জানা উচিত যে, ঈমানের বিরুদ্ধে লড়াই করা এই বিপুল সংখ্যক মিডিয়াকে মোকাবেলা করার জন্য তাদের একটি বড় দায়িত্ব রয়েছে। আর তা সম্ভব হবে কেবল ইখলাস, সওয়াবের আশা, ধৈর্য এবং ইয়াক্বিন তথা, তাওফীক একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই লাভ হয় -এই বিশ্বাসের মাধ্যমে। এবং জেনে রাখুন, মিডিয়া যুদ্ধে বিজয় ময়দান যুদ্ধের বিজয়কে তরান্বিত করে। আর কাফের জোটকে ছত্রভঙ্গ করা ও তাদের যাদুকরদের চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য মিডিয়া এবং ময়দান উভয় সেক্টরেই প্রয়োজন অনেক বেশি ত্যাগ ও কুরবানি। যাদুকররা যে রূপ ধরেই আসুক না কেন, সফল হবে না। আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।